# মুসলিম শিশু

মুসলিম শিশুর জন্য রচিত ইসলামের নীতিমালা ও
চরিত্র বিষয়ক বুকলেট

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রথম ভাগ: আমার ঈমান

আমি মুসলিম।
আল্লাহ আমার রব (প্রভু)।
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নবি।
আর ইসলাম আমার দিন (ধর্ম)।
আমি আল্লাহকে ভালোবাসি।
কারণ তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, আর বিচার দিবসের অধিপতি। তিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিয়েছেন এবং আমাকে মুসলিম বানিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। সমুদয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। বিচার দিবসের অধিপতি। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, এবং আপনার কাছেই কেবল সাহায্য প্রার্থনা করি । আপনি আমাদের সরল পথ দেখান। তাঁদের পথ, যাঁদেরকে আপনি দয়া করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা আপনার ক্রোধ কামাই করেছে, আর না তাদের পথ, যারা হয়েছে পথভ্রান্ত।

আমি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভালোবাসি। কেননা আল্লাহ তাঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে জানিয়েছেন, আমাদের কুরআন শিখিয়েছেন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়োই মহানুভব, আর দয়ার্দ্র। তাঁর চরিত্র ছিল সুমহান, তাঁর গুণাবলিও চমৎকার। মহান আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, 'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।' তিনি আরও বলেছেন, 'তিনি মুমিনদের প্রতি বড়োই মহানুভব, আর দয়ালু।' তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাওসার (বেহেশতী তটিনী) দান করেছি। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত পড়ুন এবং কুরবানি করুন। নিশ্চয় আপনাকে বিদ্বেষকারী শত্রুরাই কল্যাণশূন্য।'

আমি আমার ধর্ম ইসলামকে ভালোবাসি। কেননা এটাই সত্য ধর্ম, যা আল্লাহ আমাদের জন্য চয়ন করেছেন। আমাদের নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। যে ব্যক্তি এ ধর্ম পালন করবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে তা বর্জন করবে, সে জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আসরের শপথ। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কেবল তারা ব্যতীত, যারা ইমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরের মাঝে সদুপদেশ দিয়েছে, এবং পরস্পরের মাঝে ধৈর্যের উপদেশ বিনিময় করেছে।'

## ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি:

১. আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া।
২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা।
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. রমজান মাসের রোজা রাখা।
৫. আল্লাহর হারামগৃহে হজ করা।

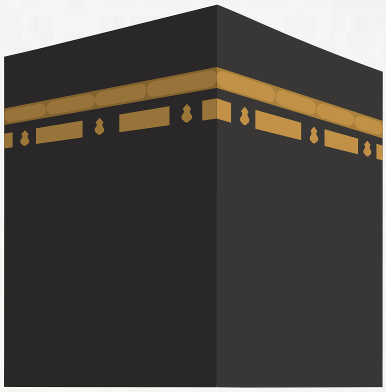

## ইমানের স্তম্ভ ছয়টি:

১. আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন।
২. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনয়ন।
৩. কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনয়ন।
৪. রাসুলগণের প্রতি ইমান আনয়ন।
৫. শেষদিবসের প্রতি ইমান আনয়ন।
৬. ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান আনয়ন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা ভালোবাসেন, আমিও সেগুলো ভালোবাসি।
আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অপছন্দ করেন, আমিও সেগুলো অপছন্দ করি।

# দ্বিতীয় ভাগ: আমার নামাজ

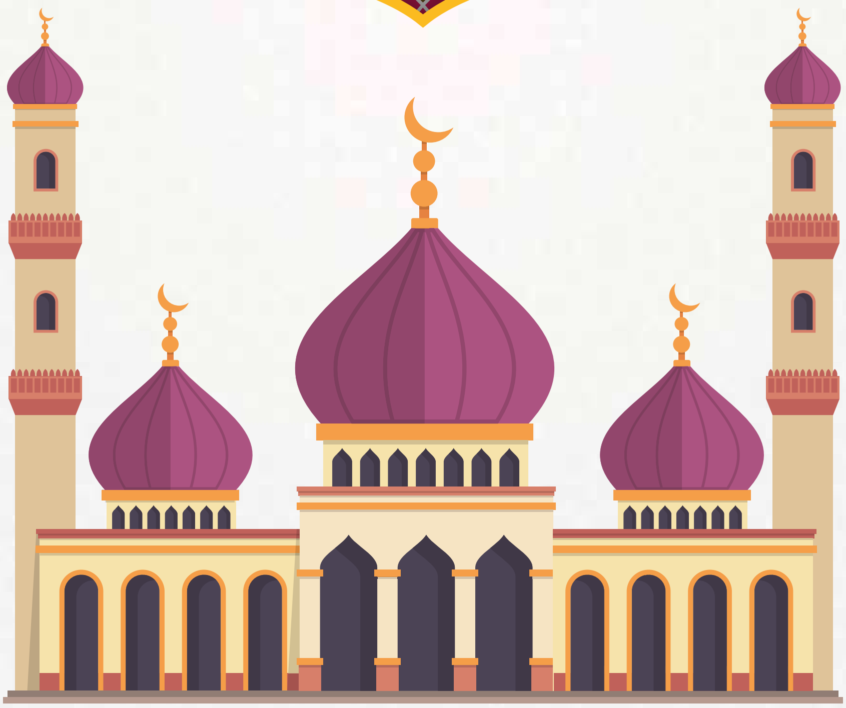

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যিনি এক, যাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত আমরা করি না। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আমরা ডাকিও না। সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

সবচেয়ে মহান ইবাদত নামাজ। নামাজ মোট পাঁচ ওয়াক্ত:

১. ফজরের নামাজ : এ নামাজ আমি দু রাকাত পড়ি।
২. যোহরের নামাজ : এ নামাজ আমি চার রাকাত পড়ি।
৩. আসরের নামাজ : এ নামাজ আমি চার রাকাত পড়ি।
৪. মাগরিবের নামাজ : এ নামাজ আমি তিন রাকাত পড়ি।
৫. ইশার নামাজ : এ নামাজ আমি চার রাকাত পড়ি।

আমি সময়মতো নামাজের হেফাজত করি এবং বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করি। আমি নামাজের আগে ওজু করি, বিনা ওজুতে আমি কখনোই নামাজ পড়ি না।

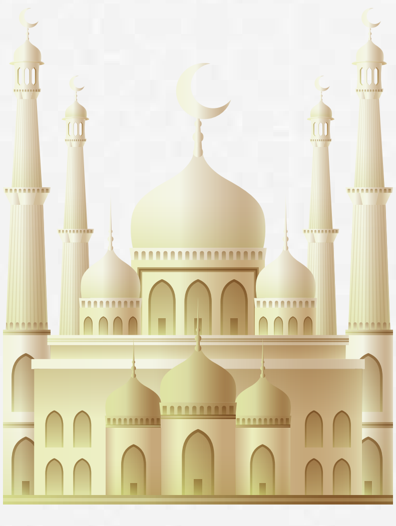

# তৃতীয় ভাগ: আমার চরিত্র

আল্লাহ সচ্চরিত্র ভালোবাসেন, আর মন্দ চরিত্র অপছন্দ করেন। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তম চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গতা দেওয়ার জন্য এসেছেন।

তাই ভালো চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হওয়া আমার কর্তব্য। যেমন সত্যবাদিতা, ওয়াদা পূরণ, আমানতদারিতা, সাহসিকতা, বদান্যতা, ভালো কথা, শিক্ষককে সম্মান করা, বড়োকে শ্রদ্ধা করা।

আমি মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকি। যেমন মিথ্যাচারিতা, খেয়ানত, দুর্বলতা, কৃপণতা, মন্দ কথা, সম্মান-শ্রদ্ধা না করা।

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন স্থান বা মর্যাদার দিক থেকে তোমাদের সেসব লোকেরা আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যারা দুনিয়ায় তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'

# পরিশিষ্ট

ইলম হলো আলো, আর অজ্ঞতা হলো তমসা। তাই আমি ইলম অন্বেষণে জোর প্রচেষ্টা চালাই, ইলম অর্জনে পরিশ্রম করি। যেন আমার রব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

জিকির-আজকার মুসলিমের দুর্গ। তাই আমি সকাল-সন্ধ্যার জিকির-আজকার নিয়মিত আদায় করি। সেসবের মধ্যে আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, নাস ও ফালাক অন্যতম।

দোয়া সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই আমি সর্বদা সেজদায়, আজানের পরে এবং রাত্রিবেলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করি। কতিপয় দোয়া:

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে হেদায়াত দিন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।
আল্লাহ, আপনি আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।
ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করুন, তাঁদের দুজনের প্রতি রহম করুন।
আল্লাহ, আপনি আমাকে ইহ ও পরকালে কল্যাণ দান করুন, আমাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

সমাপ্ত,
আলহামদুলিল্লাহ।